"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

তড়কা (এনথ্রাক্স) প্রতিরোধ করুন

তড়কায় আক্রান্ত গবাদী পশুর লক্ষণ

শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় (১০৭°ফারেনহাইট)। শ্বাসকষ্ট হয় ও খাওয়া বন্ধ করে দেয়। লোম খাড়া হয়, শরীরে কাঁপুনি দেখা যায়। দ্রুত চিকিৎসা করা না হলে আক্রান্ত পশু ০২ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বা লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে তাৎক্ষণিক মারা যায়। মৃত পশুর পেট দ্রুত ফেঁপে যায়। মৃত পশুর নাক, মুখ, কান, মলদ্বার ও যোনিপথ দিয়ে আলকাতরার মত রক্ত বের হয়।

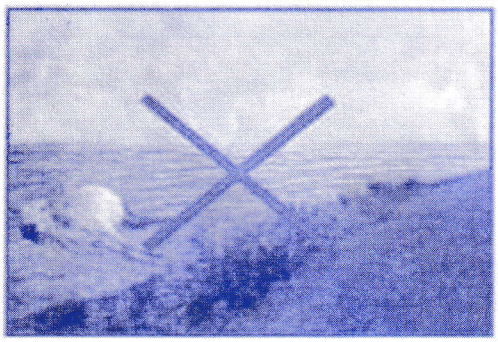

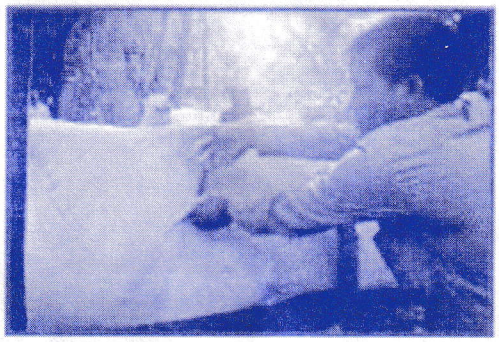

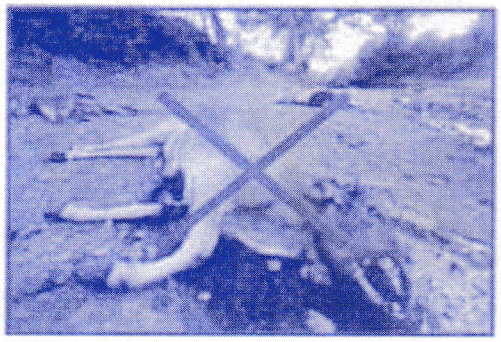

গবাদীপশু তড়কায় আক্রান্ত হলে করণীয়

- লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে স্থানীয়ন প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।
- অসুস্থ পশু সুস্থ পশু থেকে আলাদা রাখতে হবে।
- কোন ক্রমেই অসুস্থ পশু জবাই করা বা মাংস কাটা ছেঁড়া বা খাওয়া যাবে না।
- মৃত পশুর দেহের সব স্বাভাবিক ছিদ্রপথ কাপড় বা তুলা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- মৃত পশু যেখানে সেখানে না ফেলে বা পানিতে না ভাসিয়ে উঁচু স্থানে কমপক্ষে ৬ হাত গভীর গর্ত করে চুন ছিটিয়ে পুঁতে ফেলতে হবে।
- অসুস্থ পশুর সকল মলমূত্র, রক্ত ও বিছানাপত্র একই গর্তে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে দিতে হবে।
- আক্রান্ত স্থান ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোন জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- এলাকায় সকল সুস্থ গবাদি পশুকে তড়কা রোগের টিকা দিতে হবে।

মানুষের ক্ষেত্রে তড়কায় (এনথ্রাক্স) আক্রান্ত হলে লক্ষণ ও করণীয়

কাঁচা মাংস নাড়াচাড়া করা যাবে না। এ রোগটি একজন মানুষ হতে অন্য মানুষে ছড়াতে পারে। (জুনোটিক ডিজিজ) এনথ্রাক্সে আক্রান্ত রোগীতে হালকা জ্বর, পেশী ব্যথা, ক্লান্তি ও মাথা ব্যথা হয়। মুখ, ঘাড় ও হাতে ছোট ছোট চুলকানিযুক্ত ফোসকা বা ঘা দেখা দেয়। এ ঘায়ের ক্ষেত্রে কালো দাগ বা শুকনো ফুসকুঁড়ি তৈরী হয় যা ব্যথাহীন এবং পরবর্তীতে আলসারে রূপান্তরিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জ্বর, বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হয়। বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে, পেট ব্যথা ও ডায়রিয়া হয়।

সতর্কতার জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, রাণীনগর, নওগাঁ।

তড়কা বা অ্যানথ্রাক্স রোগ ও তার প্রতিকার

অসুস্থ পশু জবাই করবেন না

মৃত পশু খোলা স্থানে ফেলবেন না

মৃত পশু মাটিতে গভীরভাবে পুঁতে ফেলুন

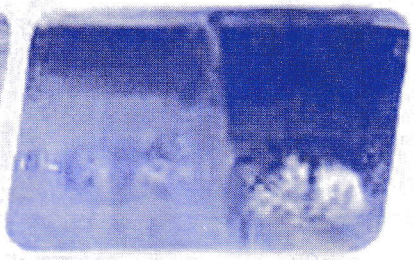

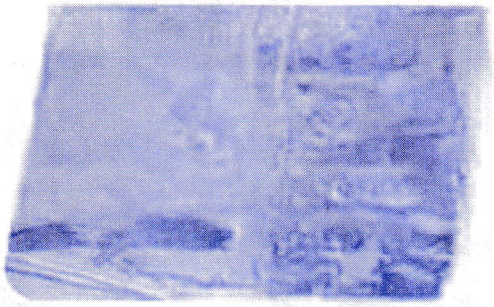

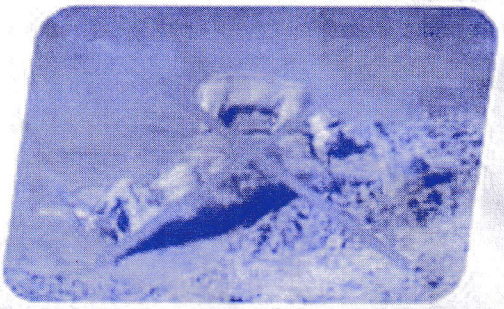

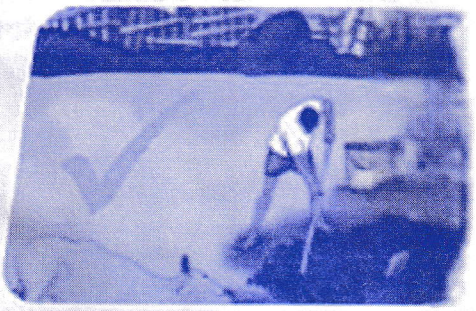

মৃত পশুদেহকে কুকুর বা শকুনের ভক্ষণ হতে বিরত রাখুন

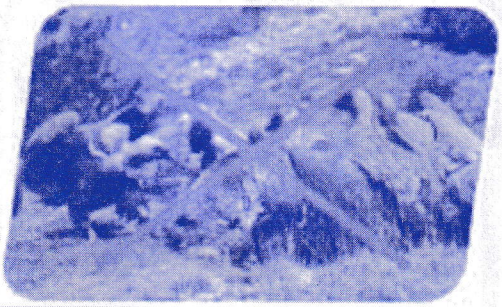

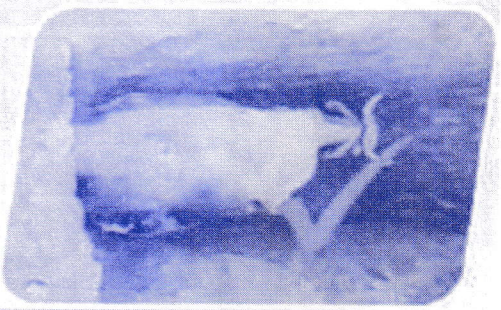

গবাদিপশুকে নিয়মিত তড়কা রোগের টিকা দিন। আক্রান্ত গবাদিপশুর চিকিৎসা ও পরামর্শের জন্য নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

আক্রান্ত গবাদিপশুর শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, মাংস হাড়, নাড়ী-ভুঁড়ি, চামড়া বা পশমের সংস্পর্শে এলে মানুষও অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

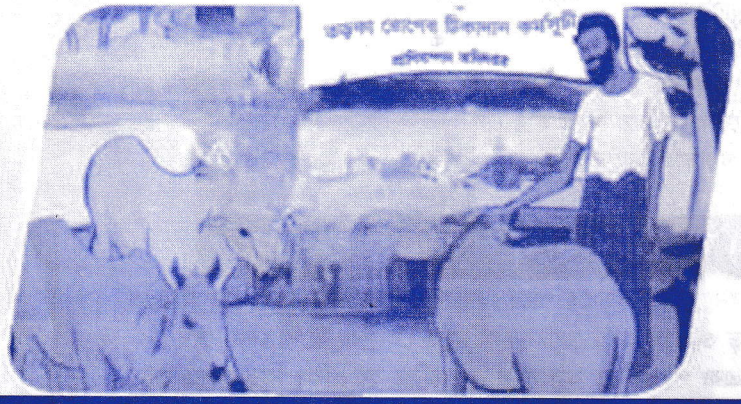

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
রাণীনগর, নওগাঁ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ